প্রথম আলো

তারিখ ... 16 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

আহমদ শরীফ স্মারক বক্তৃতা

দেশের এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী মাদ্রাসায় পড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

গত ৫০ বছরে দেশে মূলধারার সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় মাদ্রাসার পরিমাণ বেড়েছে অনেক বেশি। বেড়েছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি তিনজন শিক্ষার্থীর একজন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। অধ্যাপক আহমদ শরীফ স্মারক বক্তৃতা ২০১৬-এর বক্তা হিসেবে 'বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি' শীর্ষক বক্তৃতায় এসব তথ্য তুলে ধরেন অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার অডিটোরিয়ামে গতকাল সোমবার অধ্যাপক আহমদ শরীফ স্মারক বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি'।

আবুল বারকাত বলেন, অধ্যাপক আহমদ শরীফের লেখার বড় অংশজুড়ে আছে প্রগতির কথা, আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের কথা, শিক্ষার কথা, সামাজিক রাজনৈতিক দর্শনের কথা, মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার প্রতিবন্ধকতার কথা।

আবুল বারকাত বলেন, পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খানের সময় এবং স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জিয়াউর রহমানের শাসনামল ও সেনাশাসক এরশাদের আমলে মাদ্রাসাশিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। মূলধারার বিজ্ঞানভিত্তিক সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরির দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। স্মারক বক্তব্য শেষে আহমদ শরীফকে সম্মানিত করার জন্য সম্মিলিতভাবে দাবি তোলার প্রস্তাব করেন আবুল বারকাত। আহমদ শরীফ প্রতিষ্ঠিত স্বদেশ চিন্তা সংঘ ও বাঙলাদেশ ভাষা সমিতিকে আগামী বছর থেকে যৌথভাবে স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানটি বড় পরিসরে আয়োজন করার প্রস্তাব দেন।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, মুর্তজা বশীর ও অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে 'আহমদ শরীফ সম্মাননা' দেওয়া হয়। আহমদ শরীফের পরিবারের হাতেও তুলে দেওয়া হয় স্মারক ক্রেস্ট। পরিবারের পক্ষে ক্রেস্ট গ্রহণ করেন তাঁর সন্তান নেহাল করিম।

বাঙলাদেশ ভাষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মনসুর মুসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের সম্পাদক সাখাওয়াৎ আনসারী। আরও বক্তব্য দেন রফিকুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর, নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস, মৃণাল কান্তি ভৌমিক, রঘুনাথ ভট্টাচার্য, খ ম আবদুল আউয়াল, আহমেদ কবীর প্রমুখ।